দৈনিক ইনকিলাব

070

তারিখ 04 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1

উপজেলা পরিক্রমা

কাশিয়ানী

গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার অন্যতম একটি উপজেলা কাশিয়ানী। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জনাব আহসানউদ্দীন চৌধুরী কাশীয়ানীকে একটি মান উন্নীত থানা হিসেবে উদ্বোধন করেন। পরিবর্তিত কাঠামো অনুযায়ী এখন উপজেলায় পরিণত। কাশিয়ানী উপজেলার আয়তন ১১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২,৭৬,৮৩২ জন (সর্বশেষ আদম শুমারি অনুযায়ী)। তার মধ্যে পুরুষ ১,৪০,৮০৭ জন এবং মহিলা ১,৩৬,০২৫ জন। এ উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়ন এবং ১৬৫টি গ্রাম রয়েছে। এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী এবং এদের জীবন যাত্রার মান দরিদ্র সীমার নীচে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

কাশিয়ানী উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদীর্ঘ অতীতকাল হতেই দুর্গম। জেলা সদরের সাথে আজও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়নি। তাই চিরাচরিতভাবে এ উপজেলাবাসীকে জেলা সদর এবং অন্যান্য স্থানে যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। যদিও এ উপজেলায় কয়েক মাইল রেলপথ রয়েছে, তবু এতে বিশেষ কোন উপকার হচ্ছে না।

কৃষি ব্যবস্থা

কাশিয়ানী উপজেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। এ উপজেলায় মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৪৪,৫৭৩ মোট জমির পরিমাণ ৭০,৪০০ একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৫১,৯৭০ একর এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৭.১৮০ একর। আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১,২৫০ একর। জমির প্রকার ভেদে কাশিয়ানী উপজেলায় একফসলী, দোফসলী এবং তেফসলী শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান এবং পাটই প্রধান।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

কাশিয়ানী উপজেলার পৌনে তিন লাখ লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য উপজেলা সদরে একমাত্র হেলথ কমপ্লেক্স রয়েছে। এখানে পয়ঃপ্রণালী থেকে শুরু করে পানি সরবরাহ পর্যন্ত কোন কিছুরই সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। কাশিয়ানী উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ১৪টি। কিন্তু কোন ইউনিয়নেই পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলে এ উপজেলাবাসী সুষ্ঠু চিকিৎসা পায় না।

শিক্ষা ব্যবস্থা

কাশিয়ানী উপজেলার মোট জনসংখ্যার ২০% শিক্ষিত। উপজেলায় দুটি কলেজ আছে। হাই স্কুলের সংখ্যা ২১টি, জুনিয়র হাই স্কুল ৭টি, প্রাইমারী স্কুল ১২৫টি, দাখিল মাদ্রাসা ৭টি এবং ফাজিল মাদ্রাসা ৩টি।

ব্যবসা-বাণিজ্য

কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া সুপ্রাচীনকাল থেকে পাট ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। এ পাট ব্যবসা কেন্দ্রের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে। কেননা কৃষকরা পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।